দামুড়হুদায় বনবিভাগের গাছ চুরি করে কর্তন, ভূমি অফিসারের হস্তক্ষেপে উদ্ধার

টানা চার দিনের বৃষ্টিতে দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর কাঁঠাতলা নামক স্থান থেকে ৩০ টি ইপিলিপি গাছ রাতের আধারে কেটে নিয়ে যায় কে বা কাহারা।

আজ বুধবার বেলা ১২ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা সহকারি কমিশনার (ভুমি) কে এইচ তাসফিকুর রহমান এর হস্তক্ষেপে সকল গাছ উদ্ধার করে উপজেলা বনবিভাগের কর্মকর্তা রজব আলির নিকট হস্তান্তর করা হয়।

জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর কাঁঠালতলায় সরকারি পরিত্যাক্ত জমিতে বন বিভাগের উদ্যোগে গাছ লাগানো হয়েছিল। টানা ৪ দিনের বৃষ্টিতে কে বা কাহারা রাতের আধারে ইপিলিপি গাছ কেটে নিয়ে যায়। পরে জয়রামপুর সড়ক জনপদের সভাপতি শামসুল আলম গাছ কাটার খবর পেয়ে তল্লাশি চালিয়ে গাছগুলি উদ্ধার করেন।

বন বিভাগের গাছ কে বা কাহারা চুরি করে কেটেছে এমন খবর পেয়ে দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি কে এইচ তাসফিকুর রহমান ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনি যাচাই-বাছাই করে এগুলো বন বিভাগের গাছ সত্যতা মিললে পরে তিনি গাছগুলি উদ্ধার করে দামুড়হুদা উপজেলা বন বিভাগের কর্মকর্তা রজব আলী মোল্লা’র নিকট হস্তান্তর করেন এবং লিখিত নেন।

দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি কে এইচ তাসফিকুর রহমান বলেন, রাস্তার ধারে লাগানো গাছ কে বা কারা চুরি করে কেটে নিয়ে যায়। পরে আমি ঘটনস্থলে গিয়ে চুরি হওয়া গাছ গুলো উদ্ধার করা হয়। গাছগুলি বন বিভাগের হওয়ায়, কারো কোন অভিযোগ না থাকায় বন বিভাগের নিকট গাছগুলি হস্তান্তর করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের সচিব নাঈম উদ্দিন, হাউলী ইউনিয়ন ভূমি কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম, বিএনপি, যুবদল স্বেচ্ছাসেবক দল, ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

সেনাবাহিনীকে ম্যাজিষ্ট্রেসি ক্ষমতা প্রদান

সারা দেশে আগামী ২ মাস নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব পালন করবেন সেনাবাহিনীর কর্মকর্তারা। মঙ্গলবার (১৭ সেপ্টেম্বর) এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানিয়েছে জনপ্রসাশন মন্ত্রণালয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ১৮৯৮ এর ১২(১) ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর কমিশন প্রান্ত কর্মকর্তাগণকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দেওয়া হলো।

এতে আরও বলা হয়, ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮ এর ধারা ৬৪, ৬৫, ৮৩, ৮৪, ৮৬, ১৫(২), ১০০, ১০৫, ১০৭, ১০৯, ১১০, ১২৬, ১২৭, ১২৬, ১৩০, ১৫৩, ১৪২ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা অর্পণ করা হলো।

দামুড়হুদায় নবগাত নির্বাহী অফিসার মমতাজ মহলের যোগদান

দামুড়হুদা উপজেলায় নবগাত উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) হিসাবে যোগদান করেছেন মমতাজ মহল। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ৩ টার সময় তিনি যোগদান করেন।

দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন অফিস সুত্রে জানাগেছে, নবাগত উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মমতাজ মহল এর আগে মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বিসিএস ৩৪ তম ব্যাচের প্রশাসনিক ক্যাডার। এর আগে গত ইং ১২/০৯/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত ১ বছর ৭ মাস দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইউএনও

রোকসানা মিতা কর্মরত ছিলেন। তিনি বদলী জনিত কারনে যশোর চৌগাছা উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে যোগদান করেছেন। নবাগত দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মমতাজ মহল দামুড়হুদা উপজেলা বাসীর সহযোগিতা কামনা করেছেন।

সাবেক এমপি খোকন ও সাবেক ওসি হরেন্দ্রনাথ সরকারের নামে চাঁদাবাজি মামলা

পাঁচ লাখ টাকা চাঁদার দাবী ছিলো গাংনী থানার তৎকালিন ওসি হরেন্দ্রনাথ সরকার, সাবেক এমপি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকনসহ অন্যান্য আসামিদের। ভিকটিম এসব আসামিদের হাতে ২ লাখ টাকা চাঁদা দিয়েও মুক্তি পাননি। ওসি হরেন্দ্র নাথ সরকার দাবিকৃত ৫ লাখ টাকা চাঁদা না পেয়ে ভিকটিমকে শারীরিকভাবে নির্যাতনসহ ক্রস ফায়ারের হুমকি ও আগ্নেয়াস্ত্রসহ ৩ টি মিথ্যা মামলা দিয়ে চালান দেন কোর্টে।

ঘটনার পাঁচ বছর পর গাংনী পৌরসভার চৌাগাছা গ্রামের ভিকটিম মনিরুজ্জামান(৪৪) বাদী হয়ে বিজ্ঞ আমলী আদালত, গাংনীর বিচার জাহিদুর রহমানের আদালতে ২১ জনকে আসামি করে ধারা ৩৬৪/৩৮৫/৩৮৬/৩৮৭/১১৪/৫০৬(২০) পিসি একটি মামলা দায়ের করেছেন।

মামলায় অন্যান্য আসামিরা হলেন, গাংনী থানার তৎকালিন উপপরিদর্শক (এসআই) আব্দুল হক, এসআই বখতিয়ার, এসআই ইসরাফিল হক এসআই নারদ কুমার, এএসআই শরীফুল ইসলাম, এএসআই রেদওয়ানুল হক, ডিএসবির কনস্টেবল বজলুর রহমান, চৌকিদার মো: শামীম, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন, গাংনী উপজেলার ভবানীপুর গ্রামের আওয়ামীলীগ নেতা আইতাল হক, আব্দুর রশিদ, গাংনী শহরের আব্দুল খালেক, গাংনী উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক চৌগাছা গ্রামের মজিরুল ইসলাম মিয়া, নিশিপুর গ্রামের আব্দুল কাদের, বামন্দী বাসস্ট্যান্ড এলাকার রাজনুল হক, শিমুলতলা গ্রামের আকছেদ আলী, কাজিপুর গ্রামের মো:স্বপন আলী, মো: ঝন্টু, ও মটমুড়া

ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ।

বাদী মনিরুজ্জামানের মামলার এজাহােও জানা গেছে, ২০১৮ সালের ১৮ ডিসেম্বর বিকাল আনুমানিক সাড়ে ৪ টার সময় বাদি গাংনী উপজেলা শহরের আব্দুল মালেক ফল ভান্ডারের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এসময় আসামি চৌকিদার মো: শামীম আমাকে ডেকে নিয়ে যুবলীগ নেতা মোশাররফ হোসেনের অফিসে যায়। আমি সেখানে পৌছানো মাত্রই ১২ থেকে ২১ নং আসামিরা আমাকে চড় থাপ্পর মারতে থাকেন। এসময় তারা বলেন ৫ লাখ টাকা চেয়েছিলাম। এখনো পরিশোধ করিসনে কেনো। পরে আমার পরিবারের লোকজনকে ৯ নং আসামি ডিএসবি কনেস্টবল বজলুর রহমান আমার বাড়িতে খবর দেন। পরে পরিবারের লোকজন ১ লাখ টাকা নিয়ে মোশাররফ হোসেনের অফিসে আসেন। এসময় তিনি আরও টাকা দাবি করেন। তাদের দাবিকৃত টাকা দিতে না পারায় থানা পুলিশকে খবর দেন। পরে গাংনী থানার এস আই আব্দুল হকের নেতৃত্বে ৬/৭ জন পুলিশ এসে আমাকে আটক করে থানায় নেন। পরে তৎকালিন ওসি হরেন্দ্র নাথ সরকারের অফিস কক্ষে আমাকে চোখ বেঁধে ও পিচ মোড়া করে হাতে হ্যান্ডকাপ পরিয়ে মারপিট করতে থাকে।

এসময় ওসি হরেন্দ্রনাথ সরকার বলেন ৫ লাখ টাকা না দিলে আজ রাতেই তোকে ক্রস ফায়ার দিয়ে হত্যা করবো। এক পর্যায়ে চোখ বেঁধে পুলিশের গাড়িতে তুলে নিয়ে মাঠে নিয়ে ক্রস ফায়ারের ভয় দেখায়। এক পর্যায়ে অকথ্য নির্যাতনের ফলে রাত আনুমানিক ১ টার দিকে আমার খালার কাছ থেকে ও মায়ের স্বর্ণালংকার বিক্রির দুই লাখ টাকা দিই। তারপরেও আমাকে না ছেড়ে দিয়ে বাকি দুই লাখ টাকা না পেয়ে আমাকে নিয়ে অস্ত্র উদ্ধারের মিথ্যা ঘটনা সাজায়। পরে একটা সার্টারগান ও বিস্ফোরক আইনে অন্য দুটি মিথ্যা মামলা দিয়ে পরের দিন আদালতে প্রেরণ করেন। মামলাগুলো এখন আদালতে বিচারাধীন। এসব মিথ্যা মামলার ফলে আমার শারীরিক ও মানষিক ক্ষতি হয়েছে। এতোদিন পরিস্থিতি অনুকুলে না থাকায় মামলা করার সাহষ পাইনি।

মামলার বাদী পক্ষের আইনজীবি অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান জানান, বিজ্ঞ বিচারক আমাদের আরজি শুনে খুশি হয়ে গাংনী থানা পুলিশকে মামলাটি নথিভ’ক্ত করার আদেশ দিয়েছেন। আমরা আশা করছি আমরা আদালতে ন্যায় বিচার পাবো।

সাবেক এসপি নাহিদকে প্রধান আসামি করে ২৬ জনের নামে মামলা

মেহেরপুর সদর উপজেলার হিজুলি গ্রামের জামায়াত নেতা ও ইউপি সদস্য (মেম্বর) আব্দুল জব্বারকে গুলি করে হত্যা করে বন্দুকযুদ্ধ বলে চালিয়ে দেওয়ার অভিযোগে তৎকালিন পুলিশ সুপার (এসপি) একেএম নাহিদসহ পুলিশের কয়েকজন কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রট ও আওয়ামীলীগ নেতাসহ ২৬ জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার (১৭ সেপ্টেম্বর) দুপুরে মেহেরপুর আমলী আদালতে মামলাটি দায়ের করা হয়।

এ নিয়ে মেহেরপুরের তৎকালিন পুলিশ সুপার একেএম নাহিদুল ইসলামের নামে মেহেরপুর আদালতে দুইটি হত্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

২০১৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর জামায়াত নেতা আব্দুল জব্বারকে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ তার বাড়ি থেকে আটক করে। ওই রাতেই তাকে গুলি করে হত্যার পর বন্দুকযুদ্ধ হিসেবে ঘটনা ভিন্নখাতে প্রবাহিত করে। শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত হয়নি আসামিরা। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলা ও অস্ত্র গোলাবারুদ উদ্ধারের নাটক সাজায় আসামিরা।

মেহেরপুরের চাঞ্চল্যকর আব্দুল জব্বার হত্যাকাণ্ডের মামলায় এজাহার নামীয় ২৬ জন আসামির মধ্যে রয়েছেন- তৎকালীন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোস্তাফিজুর রহমান, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাঈদ মোমিন মজুমদার, ওসি তদন্ত তরিকুল ইসলাম, সদর থানার এসআই শরজিদ কুমার ঘোষ, এসআই গাজী ইকবাল হোসেন, কনস্টেবল সাধন কুমার ও নারদ কুমার, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান গোলাম রসুল, জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি জনপ্রশাসন মন্ত্রীর ভগ্নিপতি আব্দুস সামাদ বাবলু বিশ্বাস, সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোমিনুল ইসলাম।

এছাড়াও অজ্ঞাত পরিচয়ের আরও ২০-৩০ জনকে আসামি করা হয়েছে। নিহত আব্দুল জাব্বরের ছেলে আব্দুল মালিতা বাদি হয়ে মামলাটি দায়ের করেছেন।

বিজ্ঞ আদালত মামলাটি আমলে নিয়ে সদর থানার ওসিকে এফআইআরএর নির্দেশ

দিয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছেন বাদি পক্ষের আইনজীবী কামরুল ইসলাম। আসামিরা পরস্পর জোগসাজসে আব্দুল জব্বারকে আটক করে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পরিবারের।

মামলার আর্জিতে উল্লেখ করা হয়েছে, নিহত আলহাজ্জ আব্দুল জব্বার ইসলামি ভবাদর্শের তৃণমূলে নেতা এবং আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের ৯নং ওয়ার্ড সদস্য (মেম্বর) ছিলেন। পরবর্তী নির্বাচনে তিনি আমঝুপি ইউনিয়নের চেয়ারম্যান প্রার্থী ছিলেন।

মামলার আর্জিতে আরও বলা হয়েছে, আব্দুল জব্বারের পাশাপাশি তার ছেলেকেও (মামলার বাদি) গ্রেফতার করে সদর থানা হাজতে রাখা হয়। পরে ছেলেকে একটি মামলা আদালতে সোপর্দ করা হলেও আব্দুল জব্বারকে শারীরিক এবং মানসিক নির্যাতন শেষে বুকে পিঠে গুলি করে হত্যা করা হয়। ঘটনার দুই মাস পর বাদি জামিনে মুক্তি পেয়ে স্বাক্ষীদের কাছ থেকে হত্যাকান্ডের বিষয়টি জানতে পারেন।

প্রসঙ্গত, মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সহকারি সেক্রেটারি তারিক মুহাম্মদ সাইফুল ইসলামকে বন্দুকযুদ্ধের নামে হত্যার অভিযোগে গেল ৬ সেপ্টেম্বর একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন তার ভাই। এ মামলটিরও প্রধান আসামি তৎকালিন পুলিশ সুপার একেএম নাহিদুল ইসলাম। মামলাটিতে পুলিশ, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও আওয়ামী লীগের কয়েকজন নেতাকর্মী আসামি রয়েছেন।

ঝিনাইদহে পুলিশের এসআইসহ ৩ জন আটক

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার হাটগোপালপুর থেকে পুলিশের এক এসআইসহ ৩ জনকে বিপুল পরিমাণ ফেন্সিডিলসহ আটক করেছে র্যাব-৬।

আজ মঙ্গলবার (১৭ সেপ্টেম্বর) রাত দুইটার দিকে হাটগোপালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে তাদের আটক করা হয়। আটককৃতরা হলো-হাটগোপালপুর পুলিশ ক্যাম্পের এস.আই সাজ্জাদুর রহমান, মাগুরার শালিখা উপজেলার আড়পাড়া গ্রামের মৃত সিদ্দিক সর্দারের

ছেলে সোহেব আলী ও চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার দোয়ারপাড়া গ্রামের ফিরোজ আলীর ছেলে ফারুক হোসেন।

র্যাব-৬, ঝিনাইদহ ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার মেজর নাঈম হোসেন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তারা জানতে পারেন, হাটগোপালপুর এলাকা দিয়ে মাদক পাচার হচ্ছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে সেখানে অভিযান চালায় র্যাব। সেসময় প্রাইভেট কারে পাচারের সময় ১২০১ বোতল ফেন্সিডিলসহ ওই ৩ জনকে আটক করা হয়। এ ঘটনায় র্যাবের পক্ষ থেকে মামলা দায়ের করে আসামীদের সদর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

ফরহাদ হোসেন ৫দিনের রিমাণ্ডে

রাজধানীর আদাবর থানায় দায়ের করা গার্মেন্টস কর্মী রুবেল হত্যা মামলায় সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরহাদ হোসেনের পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

রোববার তাকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে পুলিশ। এরপর মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা ও আদাবর থানার পরিদর্শক আব্দুল মালেক মামলার সুষ্ঠু তদন্তের জন্য তাকে সাতদিনের রিমান্ড আবেদন করেন। শুনানি শেষে ঢাকার অতিরিক্ত মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো.ছানাউল্ল্যাহ তার পাঁচ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

এর আগে শনিবার (১৪ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে রাজধানীর ইস্কাটন এলাকা থেকে ফরহাদ হোসেনকে গ্রেফতার করে র্যাব।

ছাত্র আন্দোলনের সময় গত ৫ আগস্ট রুবেলসহ কয়েকশ ছাত্র-জনতা সকাল ১১ টার দিকে আদাবর থানাধীন রিংরোড এলাকায় প্রতিবাদী মিছিল বের করে। এসময় পুলিশ, আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ, যুবলীগ, স্বেচ্ছাসেবক লীগ, শ্রমিক লীগ, তাঁতীলীগ, কৃষকলীগ, মৎসজীবী লীগের নেতাকর্মীরা গুলি চালায়। এতে রুবেল গুলিবিদ্ধ হয়। নিকটস্থ একটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

এ ঘটনায় ২২ আগস্ট আদাবর থানায় রুবেলের বাবা রফিকুল ইসলাম সাবেক

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ১৫৬ জনের নাম উল্লেখ করে একটি হত্যা মামলা করেন। অজ্ঞাত আরও ৪০০-৫০০ জনকে আসামি করা হয়েছে।

শেখ হাসিনা ছাড়া এ মামলায় উল্লেখযোগ্য আসামিদের মধ্যে রয়েছেন, শেখ হাসিনার ছোট বোন শেখ রেহানা, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের, সাবেক সংসদ সদস্য, ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান, নায়ক ফেরদৌস, ব্যারিস্টার সায়েদুল হক সুমন।

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের বিরুদ্ধে মেহেরপুরেও হত্যাসহ একাধিক মামলা হয়েছে। যে মামলাগুলো পুলিশকে তদন্ত দিয়েছে আদালত।

চুয়াডাঙ্গায় দূর্গাপূজা উদযাপন কমিটির সাথে পুলিশ সুপারের মতবিনিময় সভা

শারদীয় দুর্গাপূজা সুষ্ঠুভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে পূজা উদযাপন কমিটির সাথে পুলিশ সুপারের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা সুষ্ঠুভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে জেলা পুলিশের আয়োজনে পুলিশ সুপারের সম্মেলন কক্ষে আজ শনিবার সাড়ে দশটাই চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা, বিপিএম- সেবা সভাপতিত্বে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের পূজা উদযাপন সনাতন ধর্মালম্বী নেতৃবৃন্দের সাথে আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সভাপতির বক্তব্য চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার বলেন,চুয়াডাঙ্গা জেলায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রেখে নিজ নিজ ধর্ম সুষ্ঠুভাবে পালনে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সর্বদা সতর্ক রয়েছে। শান্তিপূর্ণভাবে ও আনন্দমূখর পরিবেশে পূজা উদযান করার জন্য পুলিশ পেশাদারিত্বের সাথে দায়িত্ব পালনসহ যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ তৎপর রয়েছে। প্রতিটি পূজা মন্ডপে নিজস্ব সেচ্ছাসেবক ছাড়াও পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্যরা সার্বক্ষণিক উপস্থিত থাকবেন। তাছাড়াও সাদা পোশাকে ডিবি, ডিএসবি

মাঠে কাজ করবে। প্রতিটি পূজা মন্ডপে সিসি ক্যামেরা স্থাপন, নিজেস্ব ব্যবস্থাপনায় পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা রাখাসহ বিভিন্ন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পূজা উদযাপন কমিটিকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

উক্ত আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক মতবিনিময় সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) পুলিশ সুপার পদে পদোন্নতি প্রাপ্ত রিয়াজুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, সহকারি পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জেলা ও উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটি ও হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দর্শনার দোস্ত গ্রামে বাড়িসহ জোর পৃর্বক জমি দখল, ১১ মাস পরে মামলা

চুয়াডাঙ্গা সদরের দোস্ত গ্রামে বাড়িসহ জমি দখল করে নিয়েছে রাজু আহম্মেদ ও জলিল মোল্লা। এ ঘটনায়ে আজ শুক্রবার দর্শনা থানায় একটি মামলা হয়েছে।

মামলার বিবরনে জানাগেছে,২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে চুয়াডাঙ্গার সদরের দোস্ত মৌজায় নিকট হতে ১৫নং খতিয়ান নং- আর, এস ৬৩০, দাগে ৩২৪ এর ৫.৬৮ শতক জমি ক্রয় করে মিজানুর রহমান। পরে মিজানুর রহমান দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের হাউলী গ্রামের মহাসিন আলীর কাছে বিক্রি করে। মহাসিন ঐ বাড়িতে বসবাস করা অবস্থায় চুয়কডাঙ্গা ২ আসনের সাবেক এমপি আলী আজগার টগরের নির্দেশে রাজু আহম্মেদ ও জলিল মোল্লা ঐ বাড়ি জোর পৃর্বক দখল করে মহাসিনকে জোর পৃর্বক তাড়িয়ে দেয়।

দীর্ঘ ১১ মাস পর দর্শনা থানা পুলিশ মামলা গ্রগন করে। গত বৃহস্পতিবার (১২ সেপ্টেম্বর) বিকাল সাড়ে ৫ টার দিকে মহাসিন (৪৩) মিজানুর রহমান (৩৩)ও বাদলসহ বাড়িতে উঠতে গেলে তাদের ৩ জনকে বেধড়ক

মরপিট করে মোটরসাইকেল ভাংচুর করে। এ ঘটনায় দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের পুরাতন হাউলী পাড়ার মৃত্য ফকির মোহাম্মদের ছেলে বাদি হয়ে চুয়াডাঙ্গা সদরের দোস্ত মোল্লা পাড়ার কাদের মোল্লার ছেলে, রাজু আহম্মেদ (৩৬) জলিল মোল্লা (৫২),বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি ও জোর পৃর্বক বাড়িসহ জমি দখলের একটি মামলা করে।

মামলা সুত্রে জানাগেছে, আমি উক্ত বিষয় নিয়ে ইতিপূর্বে বিজ্ঞ আদালতে দেওয়ানী মামলা করি বিবাদীদ্বয়ও বাদী হয়ে বিজ্ঞ আদালতে মামলা করেন। উভয় পক্ষের মামলা বিজ্ঞ আদালতে বিচারাধীন আছে। আমি নিজ নামে থাকা জমি দখল নিতে গেলে বিবাদীদ্বয় আওয়ামীলীগ সৈরাচার সরকার এর স্থানীয় নেতাদের সাহসে হুমকি ধামকি প্রদান করে উক্ত জমি ভোগ দখল হতে দূরে রাখে। পরবর্তীতে আমি আমার ক্রয়কৃত সম্পত্তি তাদের নিকট হতে দখল নিতে চাইলে বিবাদীদ্বয় আমার নিকট হতে ১০ লক্ষ টাকা দাবী করে। আমি তাদেরকে ১০ লক্ষ টাকা দিলে তারা আমার সম্পত্তি ছেড়ে দিবে। আমি তাদেরকে বিভিন্ন সময় নগদ ৪ লক্ষ টাকা বিভিন্ন সময় প্রদান করি। তারপরও আমাকে বাড়িতে উঠতে দেয়নি।

এ বিষয়ে দর্শনা থানার ওসি তদন্ত শফিকুল ইসলামকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন এ ঘটনায় মামলা হয়েছে। তিনি আরও বলেন আমরা তদন্ত করে আসামীদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহন করবো।

কুষ্টিয়া সীমান্তে সোনার বারসহ আটক ২

কুষ্টিয়ার দৌলতপুর সীমান্ত থেকে সাতটি দ্বিখণ্ডিত সোনার বারসহ দুজনকে আটক করেছে বিজিবি।

আটককৃতরা হলেন, উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের মরারপাড়া এলাকার আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে নজরুল ইসলাম (২০) ও কাজল বিশ্বাসের ছেলে সেলিম রেজা (২২)।

আজ শুক্রবার (১৩ সেপ্টেম্বর) বিজিবির কুষ্টিয়া ব্যাটেলিয়নের অধিনায়ক লে. কর্নেল মাহাবুব মুর্শেদ রহমান এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে

এ তথ্য জানান।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, আটকদের কাছ থেকে এক কেজি ৩৭৩ গ্রাম ওজনের সাতটি দ্বিখণ্ডিত সোনার বার জব্দ করা হয়। এছাড়া দুটি মোটরসাইকেল, দুটি স্মার্টফোন, নগদ এক হাজার ২২০ টাকা জব্দ করা হয়। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে দৌলতপুর উপজেলা সীমান্তবর্তী চিলমারী ইউনিয়নের সুকারঘাট এলাকা থেকে তাদের আটক ও সোনার বারগুলো জব্দ করে চিলমারী বিওপি।